গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
সংস্থাপন-২
www.mole.gov.bd

স্মারক নং- ৪০.০০.০০০০.০২০.৩৮.১৪৫.২০১২-২০৬

তারিখ: ০২ শ্রাবণ ১৪৩০ / ১৭ জুলাই ২০২৩

প্রজ্ঞাপন

যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ আমিনুল হক, পরিচালক হিসেবে বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, ঢাকায় কর্মরত থাকা অবস্থায় (বর্তমানে কর্মরত বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী) তার বিরুদ্ধে বাংলাদেশ গার্মেন্টস এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিয়াল শ্রমিক ফেডারেশন, ঢাকা এর সাধারণ সম্পাদক জনাব বাবুল আক্তার কর্তৃক আরএমজি সেক্টরে ঘুষ, দুর্নীতি, চাঁদাবাজি ও স্বেচ্ছাচারিতার বিষয়ে সচিব, দুর্নীতি দমন কমিশন বরাবর একটি অভিযোগ দাখিল করা হয়। সে প্রেক্ষিতে দুদক বিষয়টির উপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে।

০২। সেহেতু, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক গত ২৪/০১/২০২২ তারিখে ১৭ নং স্মারকে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয় হতে গঠিত তদন্ত কমিটি কর্তৃক বিষয়টি তদন্ত করা হয়। তদন্ত প্রতিবেদনে অধিকাংশ নথিই আইনানুগ ও বিধিসম্মতভাবে নিষ্পত্তি করা হয়নি এবং প্রশাসনিক শৃঙ্খলা না মেনেই নথিজাত বা প্রত্যাখ্যান করার বিষয়টি প্রমানিত হওয়ায় তার বিরুদ্ধে "সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮" ২(খ) ও ৩(খ) বিধি অনুযায়ী গত ২৯/০৩/২০২৩ তারিখের ৯৬ নং স্মারকের মাধ্যমে বিভাগীয় মামলা নং-০১/২০২৩ রুজু করা হয়। অতঃপর অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণপূর্বক ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে জবাব প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। তিনি জবাব প্রদানপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করেন। অতঃপর গত ১৭-০৫-২০২৩ তারিখ তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণান্তে ১৭-০৭-২০২৩ তারিখে আদেশের জন্য দিন ধার্য করা হয়।

০৩। যেহেতু, তিনি ব্যক্তিগত শুনানিতে বলেন যে, তার বিরুদ্ধে কথিত অভিযোগ এর কথিত অভিযোগকারী জনাব বাবুল আকতার তদন্ত কমিটির নিকট স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে স্বাক্ষ্য প্রদান করেন যে, ঢাকা বিভাগীয় শ্রম দপ্তরের সাবেক পরিচালক জনাব মোহাম্মদ আমিনুল হক কর্তৃক আরএমজি সেক্টরে ঘুষ, দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারিতার মাধ্যমে ২০ কোটি টাকার জ্ঞাত আয় বর্হিভূত সম্পদ অর্জন বিষয়ে অভিযোগটি তিনি দায়ের করেননি এবং অভিযোগ পত্রে স্বাক্ষরও তার নয়। এ অভিযোগপত্রটি কে দায়ের করেছেন তাও তিনি জানেন না। তার নাম ব্যবহার করে অন্য অজ্ঞাত কেউ এ অভিযোগ সম্পূর্ণরুপে মিথ্যা ও কে বা কারা তার সুনাম ক্ষুন্নসহ চাকরিতে ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে কুচক্রীমহল কর্তৃক দাখিল করা হয়েছে।

০৪। মনটেক্স ফেব্রিক্স লি: শ্রমিক ইউনিয়নসহ বিভিন্ন ইউনিয়নসমূহের নথিজাত ও প্রত্যাখানের বিষয়ে বলা হয়েছে ৫৫ দিনে নথিজাত ও প্রত্যাখান করা হয়েছে। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ১৮২। রেজিষ্ট্রিকরণ-১ [মহাপরিচালক] কোন ট্রেড ইউনিয়ন কর্তৃক এই অধ্যায়ের সকল প্রয়োজনীয় বিষয়াদি পালিত হয়েছে এই মর্মে সন্তুষ্ট হওয়ার পর বিধি দ্বারা নির্ধারিত রেজিষ্টারে উহাকে রেজিস্ট্রি এবং রেজিস্ট্রিকরণের জন্য দরখাস্ত প্রাপ্তির (পঞ্চান্ন) দিনের মধ্যে বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফরমে একটি রেজিস্ট্রিকরণ প্রত্যায়নপত্র প্রদান করিবেন। ১৮২(২) ''যদি [মহাপরিচালক] উক্ত দরখাস্তে অত্যাবশ্যক কোন তথ্যের অসম্পূর্ণতা দেখিতে পান তাহা হইলে তিনি দরখাস্ত প্রাপ্তির ১২ দিনের মধ্যে উক্ত বিষয়ে তাহার আপত্তি ট্রেড ইউনিয়নকে লিখিতভাবে জানাইবেন এবং টেড ইউনিয়ন উহা প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে ইহার জবাব দিবে [তবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট পক্ষের জবাব পাওয়া না গেলে আবেদনটি নথিজাতের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা যাইবে]''। মে, ২০১৭ সালে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত Sop (standard operatint procedures of the registration of trade union) মোতাবেক রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নকে ৫৫ দিনের মধ্যে আবেদন নিষ্পত্তি করতে হবে। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত Sop (standard operating procedures of the registration of trade union) বিধান শতভাগ প্রতিপালনপূর্বক অর্থাৎ ৫৫ দিনের মধ্যেই বর্ণিত ইউনিয়সমূহের আবেদন নথিজাতের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করেছেন, এক্ষেত্রে তার বিরুদ্ধে আনীত ইউনিয়সমূহের নথিজাত আইনানুগ ও বিধিসম্মত হয়নি অভিযোগটি সঠিক নয়। বিধায় তিনি এ অভিযোগ হতে তাকে অব্যাহতি দানের জন্য অনুরোধ জানান।

০৫। এক্ষেত্রে উল্লেখ যে, ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাদি রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে সরকারি ডাক বিভাগের মাধ্যমে গ্রহণ ও বিতরণ করা হয়। সেক্ষেত্রে পত্রাদি গ্রহণ ও প্রেরণের সময় অনেক সময়েই বিলম্ব হয় ফলে নথিজাত ও অন্যান্য সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষেত্রে ৫৫ দিন সময় লেগে যায়। প্রত্যাখান বিধিসম্মতভাবে হলেও নথির নোটাংশ স্বাক্ষরকারীগণের নাম বা নামযুক্ত সীলমোহর নেই বলে যে অভিযোগ করা হয়েছে সে সম্পর্কে তিনি বলেন যে, তার ২৯ বছরের অধিক সময়কাল চাকরি জীবনে কখনও নামযুক্ত সীলমোহর নোটাংশে ব্যবহার করেননি এবং ব্যবহার করতে দেখেননি বা ব্যবহার করতে হবে মর্মে কোন নির্দেশনাও কর্তৃপক্ষের নিকট হতে পাননি। বিষয়টি অবগত না থাকায় তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

CamScanner

০৬। যেহেতু তার বিরুদ্ধে আনীত ২০ কোটি টাকার জ্ঞাত আয়-বহির্ভূত সম্পদ ও আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগের স্বপক্ষে কোন সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট প্রমাণক না পাওয়ায় এবং মূল অভিযোগকারীও অজ্ঞাত থাকায় এবং নথিজাত ও প্রত্যাখান যথাযথ আইন, বিধি ও Sop (standard operatintg procedures of the registration of trade union) অনুযায়ী সঠিক থাকায় তিনি তার জবাব সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করে অভিযোগের দায় হতে তাকে অব্যাহতি প্রদানের জন্য অনুরোধ জানান।

০৭। আদেশের জন্য ধার্য তারিখে জনাব মোহাম্মদ আমিনুল হকের ব্যক্তিগত শুনানির বক্তব্য, লিখিত জবাব এবং অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনা করা হলো। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, জনাব মোহাম্মদ আমিনুল হকের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিষয়ে গঠিত তদন্ত কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিবেদনে তার বিরুদ্ধে আনীত ২০ কোটি টাকার জ্ঞাত আয়-বহির্ভূত সম্পদ ও আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগের স্বপক্ষে কোন সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তবে অধিকাংশ নথিই আইনানুগ ও বিধিসম্মতভাবে নিষ্পত্তি হয়নি এবং প্রশাসনিক শৃঙ্খলা না মেনেই নথিজাত বা প্রত্যাখান করা হয়েছে। তাছাড়া, পর্যালোচনায় আরও দেখা যায় যে, জনাব মোহাম্মদ আমিনুল হক বেশ কয়েকটি নথি শ্রম আইনে নির্ধারিত ৫৫ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করেছেন। আবার কোন কোন নথি ৫৪ দিন, ৫৩ দিন, ৫২ দিন অর্থাৎ শেষের দিকে নথিজাত বা প্রত্যাখান করেছেন। এ সকল নিষ্পত্তির মধ্যে তার দুরভিসন্ধিমূলক মনোভাবের প্রকাশ রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। তাছাড়া আরও কিছু নথি নির্দিষ্ট সময়সীমার বেশ কিছুদিন পর নিষ্পত্তি করেছেন যা শ্রম আইনের পরিপন্থি। অর্থাৎ নথি নিষ্পত্তির বিষয়ে তার গাফিলতি ছিল যা সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত হয়েছে। সুতরাং তিনি দোষী এবং শাস্তি পাওয়ার যোগ্য।

০৮। সুতরাং, জনাব মোহাম্মদ আমিনুল হককে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর ১(ক) এবং উপবিধি ২ (১) (খ) অনুযায়ী লঘুদন্ড হিসেবে পরবর্তী ০১ (এক) বছরের জন্য বেতন বৃদ্ধি স্থগিত দন্ড প্রদান করা হল। দন্ডের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে তিনি এই স্থগিতকৃত ০১ (এক) বছরের বেতন বৃদ্ধি ফেরত পাবেন না। একই সাথে এ মামলা নিষ্পত্তি করা হলো।

০৯। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,
স্বাক্ষরিত/-
(মো: এহছানে এলাহী)
সচিব
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

স্মারক নং- ৪০.০০.০০০০.০২০.৩৮.১৪৫.২০১২-২০৬/১৩

তারিখ: ০২ শ্রাবণ ১৪৩০ / ১৭ জুলাই ২০২৩

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো:

১। মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), শ্রম অধিদপ্তর, ঢাকা।
২। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা (মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৪। উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা (বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের জন্য)।
৫। সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সেল, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৬। চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, সিজিএ অফিস ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৭। পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী।
৮। **বর্তমান ঠিকানা:** জনাব মোহাম্মদ আমিনুল হক, পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী ।
৯। **স্থায়ী ঠিকানা:** জনাব মোহাম্মদ আমিনুল হক, পিতাঃ মোহাম্মদ এনামুল হক, আহম্মদপুর, ডাকঘর: ঘোড়ামারা, থানা: বোয়ালীয়া, জেলা: রাজশাহী।
১০। জেলা একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, রাজশাহী।
১১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
১২। যুগ্মসচিব (সংস্থাপন) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
১৩। অফিস কপি/গার্ড ফাইল।

১৭-০৭-২০২৩
(কামরুন নাহার)
সহকারী সচিব
ফোন: +৮৮০২-৯৫১৪০৭৩
section10@mole.gov.bd

CamScanner